144

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

গতকাল ৬ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত

এবারও সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ এবারও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে। গত শুক্রবার রাতেই চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড, মিরেরসরাই, কুমিল্লা শহর ও নোয়াখালীর ছাগলনাইয়াতে এবং ঢাকা বোর্ডের অধীন নরসিংদীতে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রসহ আগামী পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামের মিরেরসরাই ও সীতাকুণ্ডে সকল বিষয়ের প্রশ্নই ফাঁস হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখিত স্থানসমূহ থেকে ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নসমূহ পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন জেলায় শুক্রবার রাতেই হাজার হাজার ফটোকপি প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে। নরসিংদীতে গতকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রতি প্রশ্নপত্র ১০০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। মিরেরসরাই ও সীতাকুণ্ডে 'খ' সেট দিয়ে পরীক্ষা নেয়া হলেও অন্যত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র দিয়েই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার হলের প্রশ্নপত্রের মধ্যে হুবহু মিল দেখা গেছে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। বিকেলের প্রশ্ন সকালে বিতরণের অপরাধে কুমিল্লার চৌরা কেন্দ্রের সচিবকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। গতকাল দেশের ৫টি বোর্ডের অধীনে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গোলযোগের খবর পাওয়া গেছে। ব্যাপক নকলের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় গতকাল রাত ৯টায় প্রাপ্ত তথ্যমতে ৩ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। উল্লেখিত তথ্য সংগ্রহের সময় সারাদেশের মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের অর্ধেকেরও পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি। সে হিসাবে অনুমান করা হচ্ছে, গতকাল সারাদেশে মোট বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজারের কাছাকাছি হবে। কুমিল্লার চান্দিনা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গোলযোগের সময় ১২ জন

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহত হয়। গুরুতর আহত লিটন নামে এক যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছে। বড়ুরার হাজী নওয়াব আলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বহিরাগত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে দারোগাসহ ১০/১২ জন আহত হয়েছে। নীলফামারীর জলঢাকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৪ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাতক্ষীরা কলারোয়া কেন্দ্রে পুলিশ এক নকল সরবরাহকারীকে গ্রেফতার করেছে।

গতকালও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের কন্ট্রোল রুম থেকে পরীক্ষা সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঢাকা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অভিযোগে ১ হাজার ১৩৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

রাজশাহী অফিস জানায়, রাজশাহী বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অভিযোগে ৭৯০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

যশোর অফিস জানায়, যশোর বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রে নকলের দায়ে ২৩৪ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা জানান, কুমিল্লা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অপরাধে ৪৫৭জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বড়ুরার হাজী নওয়াব আলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ১২টার দিকে একদল বহিরাগত নকল সরবরাহকারী কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে। পুলিশ তাদের বাধা দিলে ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। নকল সরবরাহকারীরা ব্যাপক ইট পাটকেল নিক্ষেপ করলে কর্তব্যরত দারোগাসহ ১০/১২ জন বহিরাগত আহত হয়।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, শুধু চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নকলের অভিযোগে ২৩৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নরসিংদী জেলার সাংবাদদাতা জানান, ব্যাপক গণটোকাটুকির মধ্য দিয়ে নরসিংদীতে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নকলের অভিযোগে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৮০ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

ব্রাহ্মণদী গার্লস হাই স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে বই খুলে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। একই কেন্দ্রে মেয়েরা উড়নার মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে নকল সরবরাহ নিয়েছে। অনেকে বাঁশের আগায় নকল বেঁধে দোতলার পরীক্ষার্থীদের নিকট নকল সরবরাহ করেছে। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রভাবশালীদের ইন্দন থাকায়। শিবপুর পাইলট স্কুলে পুলিশের সহযোগিতায় অবাধে নকল সবরবাহ হয়েছে। কুমিল্লা থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন টেলিফোনে নরসিংদীতে পৌঁছলে শুক্রবার রাতেই প্রশ্ন লিখে হাজার হাজার ফটোকপি ১০০/২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে। শনিবার পরীক্ষার হলে বিতরণ করা প্রশ্নের সাথে ফাঁস হয়ে পড়া প্রশ্নের হুবহু মিল দেখা গেছে।

যশোর অফিস জানায়, বিক্ষুব্ধ একদল যুবক গতকাল যশোরের চৌগাছা থানা নির্বাহী অফিসারের (টিএনও) গাড়ী ভাঙচুর করেছে। ঐ সময় টিএনও গাড়ীতে ছিলেন। সামান্যর জন্য তিনি রক্ষা পেয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল পরীক্ষার দিন টিএনও পরীক্ষা কেন্দ্রে নাসির উদ্দীন নামে এক পরীক্ষার্থীকে লাথি মারার ঘটনায় চৌগাছায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তারই জের হিসেবে টিএনও'র গাড়ী ভাঙচুর ও হামলা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, টিএনও নাসির উদ্দীনের কাছে নকল আছে বলে তার দেহ তল্লাশি করে। নকল না পেলে পরীক্ষার্থী প্রতিবাদ জানায়, অহেতুক তার সময় নষ্ট করার। এতে টিএনও হুমায়ুন কবীর ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষার্থীকে লাথি মারে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। একই ঘটনায় শিক্ষকদের এক সভাও হয়।

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতার ফ্যাক্স ঃ নীলফামারী জেলার ৬টি থানায় অনুষ্ঠিত চলতি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক হারে নকল ও গণটোকাটুকি চলছে। পরীক্ষার্থীকে নকল দেয়ার অভিযোগে গতকাল (শনিবার) জলঢাকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৪ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হলেন আতিয়ার রহমান, আবু সুফিয়ান, মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও আমিনুর রহমান।

অপরদিকে ডিমলা থানার খগাখড়ি বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রথম দিন (বৃহস্পতিবার) ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রথমার্ধের পরীক্ষায় দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। আধঘন্টা পর সেই প্রশ্নপত্র পরিবর্তন করা হয়। গতকাল (শনিবার) দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষায় জেলার ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সকালে ৫১ জন ও বিকেলে ৭১ জন পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ইংরেজী ২য় পত্র পরীক্ষায় নকলের দায়ে ২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কামরা নামক ১ বহিরাগতকে নকল সরবরাহের দায়ে পুলিশ আটক করেছে। কতিপয় শিক্ষক কর্তৃক হলে নকল সরবরাহ এবং নিকটজনদের উত্তর বলে দেয়ার জন্য প্রভাবশালী মহল কর্তৃক কয়েকজন শিক্ষকের হল ডিউটি পরিবর্তন করে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। উত্তর বলে দেয়ার জন্য জনৈক প্রধান শিক্ষক তার ভাই কাজিরহাট হাই স্কুল শিক্ষক রবিউলকে তার শ্যালিকা ও কন্যার হলে ডিউটির ব্যবস্থা করে দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।